দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 MAR 2008 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শেকৃবির ২১ ছাত্র বহিষ্কার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ঃ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ভর্তির সময় ১ম বর্ষের ছাত্রীর কাছে চাঁদা দাবি ও না পেয়ে তাকে ভর্তি হতে বাধা দেয়া এবং ঐ ঘটনার সংবাদ প্রকাশের জন্য ইত্তেফাক সংবাদদাতাকে হামলার ঘটনায় ২য় বর্ষের ছাত্র আব্দুল্লাহ হাসীবকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়কালে ঐ ছাত্র ডিবি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এ এম ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও দীর্ঘদিন ধরে তা প্রকাশ করা হয়নি বলে জানা গেছে। তিনিকে অপসারণের পর গতকাল সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়।

১১ জানুয়ারি দুইগ্রুপ ছাত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে ১৩ ছাত্রকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে জোবায়ের আহমেদ রাজীব (৩য় বর্ষ), বাবুন (৩য় বর্ষ), জোনায়েদ সারোয়ার (২য় বর্ষ), সানোয়ার আলমকে (২য় বর্ষ) তিন বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে দেব কুমার ভট্টাচার্য, মির্জা মোবাশ্বেরুল হক, শামসউদ্দিন রিপন, জহির ও সেতুকে। একই অপরাধে শাহরিয়ার, আমীন, হুমায়ুন কবির ও লিংকন নামের চার ছাত্রকে হল থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত বছর ২২ আগস্ট ঢাবিতে সৃষ্ট অরাজকতার সুযোগে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে হামলা ও পাল্টা হামলার সঙ্গে জড়িত আট ছাত্রকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। ঐ ঘটনার মূল হামলাকারী ছাত্র আলমগীর সারোয়ার মামুনকে দুই বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং ইলিয়াছুর রহমান, গোলাম সারোয়ার, আব্দুল হালীম সোহাগ, অরুণ চন্দ্র রায়, রেজাউল করিম, হুমায়ুন কবির ও বনিকজ্জামানকে হল থেকে বহিষ্কার এবং নগদ অর্থ জরিমানা করা হয়েছে। গত বছর ২ ডিসেম্বর স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা সংগঠন বাঁধনের দুই কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় ১ম বর্ষের ছাত্র রনি ও ৩য় বর্ষের ছাত্র জনিকে ১ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

তবে এসব সিদ্ধান্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চলমান সেমিস্টার শেষ হওয়ার পর থেকে বাস্তবায়ন করা হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে তাদের শাস্তির চিঠি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এদিকে সম্ভাব্য যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করতে ক্যাম্পাসে বাড়তি নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়েছে।